সীমান্তের কাছে বিএসএফ হেডকোয়ার্টার

■ বিডিআর-এর বিরুদ্ধে ভারতের থানায় মামলা ■ সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ ■ অমীমাংসিত ইস্যু সমাধানে ভারত আগ্রহী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ভারতের বিজিপি সরকার মেঘালয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ-এর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিবে। সীমান্তে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর মেঘালয় সফরকালে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আইডি স্বামী এ কথা জানান। এদিকে, রৌমারী সীমান্তে সংঘর্ষে ১৬ জন বিএসএফ জওয়ানের হত্যার জন্য বিডিআরকে দায়ী করিয়া ভারতের মানেকারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বিবিসি বিডিআর-এর উদ্ধৃতি দিয়া জানাইয়াছে, ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ২০ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ জওয়ান মোতায়েনের দাবী জানাইয়াছেন। অপরদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলিয়াছেন, বাংলাদেশের সহিত সকল অমীমাংসিত ইস্যুর সমাধানের ব্যাপারে তাহার সরকার খুবই আগ্রহী।

জি নিউজ-এর খবরে বলা হয়, ভারতের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আইডি স্বামী মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ই কে মাওলংকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, রাজ্যের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছেই বিএসএফ-এর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হইবে। গত বুধবার শিলং-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত এক বৈঠকে তিনি বলেন, জরুরী অবস্থায় যাহাতে বিএসএফ রাজ্য সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

নয়াদিল্লী হইতে বাসস জানায়, সরকার সীমান্তে দুই সারি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ নিয়াছে বলিয়া প্রতিমন্ত্রী মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে জানাইয়াছেন। ইতিপূর্বে মেঘালয় সরকার তাহার নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ইহাতে রাজ্য সরকার নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবী জানায়।

বিবিসি জানায়, প্রতিমন্ত্রী আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য সফর করিয়া সীমান্তরক্ষীদের সদা সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নূতন করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে অবহিত করা হইয়াছে। বাংলাদেশ কর্মকর্তারা বলিয়াছেন, আত্মরক্ষার জন্যই তাঁহারা সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন।

গত ১৮ই এপ্রিল বরইবাড়ি সীমান্তে ১৬ জন বিএসএফ জওয়ানের 'নির্মম' হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএসএফ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের অভিযোগে বিডিআর-এর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করিয়াছে বলিয়া মাইনকারচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনিল ডেকা জানাইয়াছেন। খবর ইউএনবি'র

এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে, সে ব্যাপারে অনিল ডেকা অবশ্য কোন ধারণা দিতে পারেন নাই। কারণ গত ৫০ বৎসরে এ অঞ্চলে এ ধরনের আর কোন এফআইআর দায়েরের ঘটনা ঘটে নাই। মাইনকরাচর থানায় দায়েরকৃত এই এফআইআর-এ বলা হয়, গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল বিডিআর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং কাকরিপাড়া সীমান্ত ফাঁড়ির নিকট বিএসএফ-এর ১৫ জন জওয়ানকে হত্যা করে। এফআইআর-এ বলা হয়, নিহত জওয়ানদের ৭ জনের লাশ দেখিয়া সনাক্ত করা গিয়াছিল, কিন্তু অপর ৮টি লাশ বিকৃত হইয়া যাওয়ায় সেগুলিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এফআইআর-এ আবেদন জানান হইয়াছে।

বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বলিতেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় গতকাল বৃহস্পতিবার সীমান্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত দুইটি পতাকা বৈঠক হইয়াছে। বিবিসি জানায়, বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়রা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। কোন কোন স্থানে ভারতীয়রা বাংকারও খনন করিয়াছে বলিয়া তাহারা বলিতেছেন। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা তাহাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছেন যে, কোন ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি যেন তৈরী না হয় সে ব্যাপারে তাহারা নজর রাখিবেন। গত বুধবার রাতে বিডিআর-এর অপারেশন ডিরেক্টর এবং আসাম রাজ্যের বিএসএফ-এর প্রধান টেলিফোনে কথা বলেন এবং সে সময় বিএসএফ-এর ঐ কর্মকর্তা আশ্বাস দেন যে, তিনি প্রতিটি স্থানে একজন করিয়া অফিসার রাখিয়াছেন যাহাতে জওয়ানরা উত্তেজিত হইয়া কোন কিছু ঘটাইয়া না ফেলে। এদিকে বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে জয়পুরহাট জেলার একটি বিডিআর ফাঁড়ির নিকট বাংলাদেশের একটি গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্ধৃত করিয়া প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ঘটনাটি ঘটাইয়াছে বিএসএফ। তবে বিডিআর কর্মকর্তারা বলিতেছেন যে, ইহা যে বিএসএফ-এর কাজ সে ব্যাপারে তাহাদের কাছে নিশ্চিত কোন খবর বা প্রমাণ নাই। স্থানীয় শত্রুতার জের ধরিয়া ঘটনাটি ঘটিয়া থাকিতে পারে।

আগরতলা হইতে ইউএনবি জানায়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সীমান্তে ন্যূনপক্ষে ২০ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ মোতায়েনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

নয়াদিল্লী হইতে বাসস জানায়, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলিয়াছেন, তাহার সরকার বাংলাদেশের সহিত সকল অমীমাংসিত ইস্যুর সমাধানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটির এক বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব চকিনা আইয়ার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ভোলায় নির্বাচনী হাওয়া॥ দেওয়ালে দেওয়ালে চিকা ও শ্লোগান

দৌলতখান (ভোলা) সংবাদদাতা ॥ অক্টোবরে নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া ভোলায় আগাম নির্বাচনী হাওয়া বহিতেছে। ভোলার ৪টি আসনে কোন্ দলের কে প্রার্থী হইবেন তাহা লইয়া সর্বত্র আলোচনার ঝড় বহিতেছে। তবে প্রচার-প্রচারণায় আওয়ামী লীগ আগাইয়া রহিয়াছে। ভোলা শহরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাইয়া দেওয়ালে দেওয়ালে অসংখ্য চিকা মারা হইয়াছে। তদুপরি শিল্পমন্ত্রীর ঘন ঘন সাংগঠনিক সফর আওয়ামী লীগ কর্মীদের উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। আওয়ামী লীগ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সরকারের ব্যাপক সাফল্য ও উন্নয়নের কথা তুলিয়া ধরিতেছে। অপরদিকে বিএনপি গ্রামেগঞ্জে প্রচার-প্রচারণায় সরকারের ব্যর্থতা ও আন্দোলনের কথা বলিতেছে বেশী।

ভোলা ১ ও ২ আসনে শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ নির্বাচন করিবেন এটা প্রায় নিশ্চিত। গত '৯১ ও '৯৬'র নির্বাচনেও তিনি এই দুই আসনে নির্বাচিত হন। ভোলা-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী হইতেছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহান। আবার এই আসনে নাজিউর রহমানের পত্নী ও পুত্রও প্রার্থী হইবেন শোনা যাইতেছে। জাপা (এরশাদ) হইতে এ আসনে কে প্রার্থী হইবে নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না। ভোলা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী হইবেন হাফিজ ইব্রাহিম।

ভোলা-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন কয়েকবার নির্বাচিত হইয়াছেন। এই আসনে শিল্পমন্ত্রী প্রার্থী হইলে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভোলা-৪ আসনে বিএনপি দলীয় এমপি নির্বাচিত হইয়াছিলেন নাজিমউদ্দিন আলম। এখানে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কার্যক্রম সুদৃঢ় করিয়াছে। এখানে সম্ভাব্য আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাবেক সাংসদ জাফরউল্লা চৌধুরী, সাবেক সাংসদ অধ্যক্ষ নজরুল ইসলামের পুত্র আবদুল্লাহ আল জাফর ও বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান এম, মোকাম্মেল হক। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর এ আসনের জয়-পরাজয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাইবে। ভোলা-৩ ও ৪ আসন গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হারানর পর এই দুইটি আসন পুনরুদ্ধারের জন্য এই দুইটি এলাকায় ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার করা হইয়াছে।

সমগ্র জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে। জাপা ও জামায়াতের এখানে তেমন শক্ত ভিত নাই।

রায় বিপক্ষে যাওয়ায় মূল কপি ছিন্নভিন্ন ॥ পরে গ্রেফতার

বরিশাল অফিস॥ সেটেলমেন্ট আদালতের রায় বিপক্ষে যাওয়ায় এজলাসে উঠিয়া বাদী রায়ের মূল কপি ছিঁড়িয়া ফেলে। পরে তাহাকে শ্রীঘরে পাঠানো হয়। গৌরনদীতে বুধবার এই ঘটনা ঘটে।

গৌরনদীর সহকারী সেটেলমেন্ট আদালতে বাসুদেব পাড়ার জনৈক কছির উদ্দিন সিকদার ১৯৯৮ সনে মামলা দায়ের করিয়াছিল। বুধবার রায় তাহার বিপক্ষে যায়। সে রায়ের মূল কপি আদালত হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

২৬ জনের জামিন লাভ

গৌরনদীতে ছাত্র লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সংঘটিত সংঘর্ষে ও পুলিশের গাড়ীতে বোমা ও গুলী হামলার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ২৯ জনের মধ্যে গতকাল ২৬ জনকে আদালত জামিন দিয়াছে। জামিনপ্রাপ্তদের মধ্যে পৌর কমিশনার ও আওয়ামী লীগ নেতা সন্তোষ দত্ত বণিক রহিয়াছেন।

গৌরনদীতে মাদক মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

গৌরনদী পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চরগাধাতলী গ্রাম হইতে মাদকাসক্ত অবস্থায় ছয় মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী কেষ্ট শীলকে গ্রেফতার করিয়াছে। একটি মাদকদ্রব্য মামলায় কেষ্টকে ৬ মাসের সাজা প্রদান করা হইয়াছিল।

চীফ হুইপ হাসপাতালে আহত ছাত্রলীগ কর্মীকে দেখিতে গেলেন

চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ গতকাল বৃহস্পতিবার শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রলীগ কর্মী আসাদকে দেখিতে যান। একই কক্ষে মিরাজ নামক অপর এক আহতকেও তিনি দেখেন। সোমবার রাতে ছাত্রলীগের দুই নেতা তাহাদের নিজ নিজ বাহিনী লইয়া ঐ দুই জনের উপর হামলা চালায়। ঐ দুই নেতা সহোদর। আহতদের হাত-পা গুঁড়াইয়া দেওয়া হয়। নেতা বদলের কারণে এই হামলা হইয়াছে। এই ব্যাপারে এখনও কোন মামলা হয় নাই।